ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি।

ঔরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বকালের প্রায় অর্ধেক কাল দাক্ষিণাত্যে কাটিয়ে ছিলেন। তার রাজত্বের প্রথমার্ধে তিনি উত্তর ভারতের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্য সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। পিতা শাহজাহানের আমলে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হিসাবে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। এবং তখন থেকেই তার বাসনা ছিল দাক্ষিণাত্যের দুটি স্বাধীন সুলতানী রাজ্য বিজাপুর ও গোলকুন্ডা সরাসরি মোগল অধীনে আনা। সুবাদার হিসাবে নিযুক্ত থাকাকালীনই তিনি এই দুটি রাজ্যে অভিযান করেছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যায়। এরপরে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে এই দুটি রাজ্যকে মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যের এই দুটি রাজ্যকে ~~মোঘল সাম্রাজ্যের~~ গ্রাসের পিছনে একটি অন্যতম কারণ ছিল - ধর্মীয় প্রেরণা। গোঁড়া সুন্নি ঔরঙ্গজেব বিশ্বাস করতেন যে বিজাপুর ও গোলকুন্ডার শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত সুলতানগণ ইসলাম বিরোধী। তাই তাদের রাজ্যকে ধ্বংস করা ধর্মীয় কর্তব্য। এইসব লক্ষ্য পরিচালিত হয়ে সম্রাট ঔরঙ্গজেব তার দাক্ষিণাত্য নীতি পরিচালিত করেছিলেন।

ঔরঙ্গজেব সুবাদার হিসেবে যখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন তখন শিবাজীর কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু তখনো শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থানকে তিনি ততটা গুরুত্ব দেননি। কিন্তু তিনি যখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তখন মারাঠাদের সঙ্গে দুই মোঘল বিরোধী সুলতানী রাজ্যের সংঘবদ্ধ আক্রমণের আশঙ্কা তাকে বিচলিত করে এবং ঔরঙ্গজেব স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত

সারাচাঁদের বিরুদ্ধে অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শিবাজীর কর্মকাণ্ড বিশেষ করে বিজাপুরের প্রখ্যাত সেনাপতি আফজল খাঁ-কে শিবাজী কর্তৃক হত্যা ঔরঙ্গজেব মেনে নিতে পারেনি। এই অবস্থায় তিনি দাক্ষিণাত্যের নবাবে নিযুক্ত মোঘল সুবাদার শায়েস্তা খাঁ-কে শিবাজীকে ধ্বংস করার জন্য নির্দেশ পাঠান। শায়েস্তা খাঁ 1660 সালে শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে পুনা এবং ক্যালেন দখল করেন। কিন্তু কোঙ্কন অঞ্চলে শিবাজী নিজ ক্ষমতা সংহত করার পর 1663 সালে এক আচমকা আক্রমণ দ্বারা শায়েস্তা খাঁ-র শিবির ধ্বংস করে দেন। এরপর তিনি পশ্চিম ভারতের সমৃদ্ধ বন্দর সুরাট, যা মোঘলদের আওতাধীন ছিল তা তিনি লুণ্ঠন করেন। এই পরিস্থিতিতে ঔরঙ্গজেব শায়েস্তা খাঁ-কে বাংলায় সরিয়ে রাজা জয় সিংহ এবং দিলীর খাঁ-কে শিবাজীর দমনের ভার দেন। জয়সিংহ কূটনৈতিক পথ অবলম্বন করে শিবাজীকে মিত্রহীন করে তোলেন। এরপর বিশাল মোঘল বাহিনী সহ পুরন্দর দুর্গ অবরোধ করলে শিবাজী বাধ্য হয়ে 1665 সালে এক সন্ধি স্বাক্ষর করেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের চালাকির জন্য শিবাজী মোগল কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং পরে অবশ্য মোঘলদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে না গিয়ে শক্তি সংগঠনের কাজে নিয়োজিত থাকেন।

রাজা জয়সিংহ শিবাজীকে সংযত করার পর বিজাপুরের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। এই অভিযানে জয়সিংহ প্রাথমিকভাবে সাফল্য পেলেও শেষ পর্যন্ত বিজাপুরের হাতে মোগল বাহিনীকে পরাজিত হতে হয়। প্রায় একই সময়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা জটিলতর হয়ে ওঠার কারণে ঔরঙ্গজেব জয়সিংহকে দাক্ষিণাত্য থেকে চলে আসার নির্দেশ দেন। কিন্তু বুরহানপুর যাওয়ার সময়ে জয়সিংহ মারা যান। এদিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় শিবাজী পুনরায় সামরিক অভিযান শুরু করে বিভিন্ন অঞ্চল দখলমুক্ত করেন। দাক্ষিণাত্যে একের পর এক মোঙ্গল শিবির জ্বালিয়ে দেন এবং

দ্বিতীয়বার সুরাট আক্রমণ করে বহু সম্পদ লাভ করেন। এই পরিস্থিতিতে ১৬৭২ সালে ঔরঙ্গজেব বাহাদুর খাঁ-কে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার করে পাঠান। কিন্তু তার ৫ বছরের সুবাদারিতেও শিবাজীর অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব হয়নি। ১৬৮০ সাল পর্যন্ত শিবাজী মোঘলদের অগ্রগতি একাই রোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শিবাজীর মৃত্যুর পর ১৬৮০ সালে শম্ভুজী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই আহম্মদনগর দুর্গ দখলের চেষ্টা করেন এবং মোঘল অধিকৃত খান্দেশের বিভিন্ন অঞ্চল লুণ্ঠন করেন। এই পরিস্থিতিতে স্বয়ং ঔরঙ্গজেব ১৬৮২ সালে বিশাল বাহিনীসহ ঔরঙ্গাবাদে উপস্থিত হন। ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে জিজিয়া কর আদায়ের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জোর-জুলুম শুরু করলে দাক্ষিণাত্যে গণ অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। কিন্তু ঔরঙ্গজেব বিদ্রোহী এবং বিধর্মীদের দমন করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। শাহজাদা সামরিক অভিযান শুরু করেন। মারাঠা ও বিজাপুরের বিরুদ্ধে অভিযানে - সৈয়দ হুসেন আলি, বহুলা খাঁ প্রমুখ সেনাপতিদের দায়িত্ব দেন। কিন্তু এই দুটি অভিযানই নিষ্ফলা থাকে। ঐতিহাসিক কাফি খাঁ মহারাষ্ট্রের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিরূপতা মোঘল বাহিনীর অগ্রগমনের পক্ষে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে ১৬৮৪ সালে অভিযান বন্ধের নির্দেশ দেন। এবং ঔরঙ্গজেবের মনে গভীর হতাশার সৃষ্টি হয়।

এরপর ১৬৮৫ সালে সম্রাট স্বয়ং বিজাপুরের অভিযানে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে সোলাপুরে উপস্থিত হন। মূলত সেইসময় বিভিন্ন ঘটনাবলীর উপর নজর রেখে তিনি এই অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। এইসময় বিজাপুরের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী

ঔরঙ্গজেবের রাজ্য লিপ্সা বৃদ্ধি করেছিল। কারণ বিজাপুরের সুলতানের মৃত্যু ঘটার পর তার নাবালক পুত্র সিকান্দর শাহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ঔরঙ্গজেব সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তিনি আজম শাহের নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করে বিজাপুর দখল করেন। তাছাড়া তিনি আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি দিকে নজর রেখেছিলেন। ১৬৪৪ সালে কোনকিছু আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী ঔরঙ্গজেবের অভিযানের পথকে প্রশস্ত করে। এই পরিস্থিতিতে গোলকুণ্ডা ঔরঙ্গজেবের দখলে আসে।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দখল করার পর পূর্ণ শক্তিতে ঔরঙ্গজেব মারাঠাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মোঘল সেনাপতি মকবর খাঁ ও তার পুত্র ইখলাস খাঁ-র আকস্মিক আক্রমণে শম্ভুজী বন্দী হন এবং ১৬৯০ সালে তাকে হত্যা করা হয়। যদিও ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি থেকে মোঘল সাম্রাজ্যের কোনো লাভই হয়নি। এর থেকে সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করেছিল। বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ মনে করেন-তার জীবনের অর্ধেককাল তিনি এখানে অতিবাহিত করেছিলেন। চরম ব্যস্ততার ও উৎকণ্ঠার মাঝে এবং এর পরিবর্তে ~~ক্ষ~~ তাকে শ্রম, উদ্যোগ, মান, মর্যাদা সবই খোয়াতে হয়েছিল, এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছিল, এর তুলনায় তিনি কিছুই পাননি,